তারিখ: ৮ ডিসেম্বর ২০১৮

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ধর্ষণ আইন সংশোধনের মাধ্যমে লিঙ্গ বৈষম্য রোধ এবং অধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের দাবি

৮ ই ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে ঢাকাস্থ সিরডাপ মিলনায়তনে ব্লাস্ট আয়োজিত 'ধর্ষণ সম্পর্কিত আইন সমূহের সংস্কার' বিষয়ক জাতীয় সম্মেলনে বক্তারা জেন্ডার সমতা, বিচারে প্রবেশগম্যতা ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায়বিচার লাভের পথ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধান, মানবাধিকার ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (লক্ষ্যমাত্রা ৫ ও ১৬) সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধর্ষণ আইনে উপযোগী সংশোধনী আনার দাবি করেন।

ধর্ষণ, ধর্ষণ সম্পর্কিত আইন ও তার প্রয়োগ নিয়ে বছরব্যাপী বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে বিভিন্ন মতবিনিময় সভা আয়োজনের মাধ্যমে সংগ্রহ করে আনা বিস্তারিত সকল তথ্য এই সম্মেলনে তুলে ধরা হয়। এই সম্মেলন একত্রিত করতে সমর্থ হয় দেড়শ জন সাবেক বিচারপতি, আইনজীবী, মানবাধিকার ও আইন সহায়তা সংগঠন সমূহের কর্মী, নারী অধিকার সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের।

সম্মেলনের ঘোষনাপত্রে বক্তারা জোর দিয়ে বলেন ধর্ষণের সংজ্ঞা ও প্রাসঙ্গিক প্রমাণের নিয়ম এখনো উপনিবেশিক আইন গুলির উপর ভিত্তি করে রয়ে গেছে। তারা সংবিধানের আলোকে আইনগুলোর একটি সামগ্রিক পরিবর্তন দাবি করেন যেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধকতা নির্বিশেষে সকলের জন্য দ্রুত ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে আইনি কাঠামো সক্ষম হয়। এছাড়াও দাবি করা হয় পুলিশ, ফরেনসিক ডাক্তার, আইনজীবী বিচারপতি ও মানবাধিকার কর্মীরা যেন বিষয়টিকে অধিক গুরুত্বের সাথে দেখেন এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যার মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থায় একটি মৌলিক পরিবর্তন আসবে।

সম্মেলনটি ৫ টি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে আলোচনা হয় জাতিত্ব, বর্ণ, লিঙ্গ ইত্যাদি বিবেচনায় ন্যায়বিচার পাবার পথ কিভাবে বন্ধুর হলে ওঠে তা নিয়ে। দাবি করা হয় সকলের জন্য আইনের সমান প্রয়োগের। তারপর একে একে উঠে আসে সংশ্লিষ্ট আইন সমূহের দুর্বল দিকগুলো, ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথের বাধাসমূহ, সুপারিশ করা হয় উপযুক্ত সংশোধনীগুলো এবং আলোচিত হয় ধর্ষণ ও সামাজিক মানসের মিশ্র চিত্র।

উক্ত সম্মেলনে ব্লাস্টের ২ টি প্রকাশনা উন্মোচিত হয় যথা: ১. "কেন ধর্ষণের শিকার ব্যক্তি আদালত থেকে দূরে থাকে?" ২. "ধর্ষণ মামলা পরিচালনায় হাইকোর্টের ১৮ টি নির্দেশনা"

পটভূমি:

প্রথম অধিবেশনে, বক্তারা ধর্ষণ আইনে সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্ষণের অন্তর্ভূক্তিমূলক ও পরিপূর্ণ বিচার নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এক্ষেত্রে সুশীল সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিশেষ করে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতার ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয়।

তামান্না সিং বরাক, প্রোগ্রাম অফিসার, দলিত নারী ফোরাম বলেন, "দলিত নারীরা তাদের সম্প্রদায়ের বাইরে এবং এমনকি ভিতরেও বৈষম্যের মুখোমুখি হচ্ছে।"

জয়া সিকদার, প্রেসিডেন্ট, সম্পর্কের নয়া সেতু বলেন, "হিজড়া সম্প্রদায় হিসেবে ২০১৩ সালে মন্ত্রিসভার স্বীকৃতি সত্ত্বেও পুলিশ তাদের উপর সংঘটিত যৌন সহিংসতা বা ধর্ষণেরঅভিযোগ সহজে গ্রহণ করে না।"

দীপান্বিতা চাকমা, কর্মসূচী সমন্বয়কারী, সাপোর্টিং পিপল এন্ড রিবিল্ডিং কমিউনিটিস বলেন, "আদিবাসী নারীদের উপর সহিংসতার ঘটনায় করা মামলা করতে গেলে ভাষাগত সমস্যার কারণে আদিবাসী নারীরা থানা, হাসপাতাল ও আদালতে সঠিকভাবে সকল তথ্য উপস্থাপন করতে পারেনা, যা ন্যায়বিচার লাভের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় বাধা।"

বিশেষ অতিথি বিচারপতি আফম আব্দুর রহমান, সাবেক বিচারপতি, হাইকোর্ট বিভাগ, সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশ বলেন, "ধর্ষণের সংজ্ঞা অতিসত্বর সংশোধন করা জরুরী।"

বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক, সাবেক বিচারপতি, আপিল বিভাগ, সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশ এবং প্রধান আইন উপদেষ্টা, ব্লাস্ট বলেন, "আমাদের আইন এবং বিচার প্রক্রিয়ায় সংশোধনী প্রয়োজন। সাক্ষীর সুরক্ষা এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোই আমাদের মুখ্য প্রচেষ্টা হওয়া উচিত।"

দ্বিতীয় অধিবেশনে, বক্তারা তুলে ধরেন বর্তমান ধর্ষণ আইনের বৈষম্যেমূলক অবস্থা যার ফলে যা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ন্যায় বিচার লাভের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের বাধা হিসেবে কাজ করে।

তাসলিমা ইয়াসমিন, সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের আইনে বিদ্যমান ধর্ষণের সংজ্ঞার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপনা করেন। তার উপস্থাপনায় তিনি তুলে ধরেন যে দন্ডবিধিতে প্রদত্ত ধর্ষণের সংজ্ঞাটি অত্যন্ত পুরনো হয়ে গেছে। কারণ, তা সকল ধরণের ব্যক্তিকে অন্তর্ভূক্ত করে না এবং ধর্ষনের বিভিন্ন ধরণ ও সম্মতি বিষয়ক সুস্পষ্ট কোন বিবরণ না থাকার কারণে ধর্ষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ন্যায়বিচার লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শাহনাজ হুদা, অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মন্তব্য করেন, "সংবিধানের আলোকে ধর্ষণের সংজ্ঞা পরিবর্তন করা প্রয়োজন, যেহেতু পেনাল কোড ১৬০ বছর পুরনো আইন। সংশোধনী ছাড়াও প্রয়োজন বিচারের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন করা । ভুক্তভোগীদের সুবিচার এনে দেবার জন্য শাস্তি ছাড়াও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সংযুক্ত করা প্রয়োজন।"

তৃতীয় অধিবেশনে, বক্তারা খুঁজে বের করেন সামাজিক, প্রক্রিয়াগত ও আইনি প্রতিবন্ধকতাসমূহ যা ন্যায় প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী।
ব্যারিস্টার আব্দুল-াহ আনবার আনান তিতির, গবেষণা বিশেষজ্ঞ, ব্লাস্ট একটি দৃশ্যমান উপস্থাপনার মাধ্যমে ব্লাস্ট এর একটি গবেষণার মাধ্যমে তুলে আনা কিছু মামলা পর্যালোচনা সাপেক্ষে একজন ধর্ষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বিচারপূর্ব যে সামাজিক, প্রক্রিয়াগত ও আইনি প্রতিবন্ধকতাসমূহের সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তা তুলে ধরেন।

এডভোকেট সোফিয়া হাসিন, এডভোকেসি অফিসার, ব্লাস্ট একটি দৃশ্যমান উপস্থাপনার মাধ্যমে ধর্ষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায়বিচার লাভ নিশ্চিত করার জন্য 'সাক্ষী সূরক্ষা আইন' প্রনয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং সাক্ষী সূরক্ষা প্রদানের বিভিন্ন কার্যকরী পদ্ধতি তুলে ধরেন। তার উপস্থাপনায় উঠে আসে যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, তার পরিবার ও অন্যান্য সাক্ষীরা 'সাক্ষী সুরক্ষা আইন' না থাকার কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা মামলা করার আগে এবং পরে বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয় ।

এডভোকেট নিনা গোস্বামি, পরিচালক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র বলেন, "প্রভাবশালীদের পক্ষ নিয়ে এলাকার জন প্রতিনিধিরা মিমাংসা করার চেষ্টা করে। যদিও এটি মিমাংসা যোগ্য নয়। প্রথম থেকেই যাতে অভিযোগকারী শক্ত অবস্থানে থাকে সে বিষয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। আদালতের বিচারিক ক্ষমতার চর্চা এসব কাজে তেমন একটা করে না। মানসিক ভাবে যাতে পুনরায় ক্ষতি গ্রস্থ না হয়।"

এডভোকেট মিতালি জাহান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ব্র্যাক হিউম্যান রাইটস এন্ড লিগাল এইড সার্ভিসেস বলেন, " বিচারব্যবস্থার যে চারটি ধাপ আছে সেগুলো সঠিকভাবে সমন্বয় সাধন হয় না। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অনুযায়ী ১৮০ দিনের মধ্যে ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলার বিচারকাজ শেষ করতে হবে। এছাড়াও ভাবতে হবে, মেডিকোলিগ্যাল পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে নারী চিকিৎসক, বা সেবিকার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে যেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পরীক্ষা করাতে সহজবোধ করে।"

৪র্থ অধিবেশনে, বক্তারা শাস্তি, বাধা এবং ক্ষতিপূরণ অনুপাত নিশ্চিত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

ড মাহবুবুর রহমান, অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের আইনে ধর্ষণের শাস্তি বিষয়ে গবেষণা পত্র উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, "বর্তমান আইন ২০০২ সালের নারী ও শিশু নির্যতন দমন আইনে রেফারেন্সের ব্যবস্থা নেই। অপরাধ এর তুলনায় বিচার এর হার কম। আমরা অপরাধ বেড়ে গেলেই মনে করি নতুন আইন বানালেই তার সমাধান হয়ে যাবে। ঢাকার ৫ টি আদালতের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কনভিকশন রেইট কম। এর কারণ রেফারেন্স এর সুযোগ নেই। অন্যদিকে আইনের একই ফাকফোকরের কারণে নিরপরাধ মানুষ হয়রানি হবার সুযোগও থেকে যাচ্ছে। "
তাকবীর হুদা, গবেষণা বিশেষজ্ঞ, ব্লাস্ট গবেষণা পত্র উপস্থাপন করেন ক্ষতিপূরণকে একজন ভুক্তভোগীর অধিকার হিসেবে দেখা যায় কি না। ক্ষতিপূরণ বিবেচনায় শারীরিক আঘাত, মানসিক ক্ষতির সাথে সাথে অর্থনৈতিক ক্ষতি, অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্ষতি বিষয়টাও আনতে হবে। শুধু শাস্তির মাধ্যমে ধর্ষণের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে টর্ট আইনের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। ভারতের ঈৎচঈ সংশোধনী এনে রাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ দেবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আফসানা ইসলাম সহকারি অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, " আমরা আইনগুলো নিয়ে কাজ করছি সেগুলো বেশ পুরনো। সময়ের সাথে নির্যাতনের ধরনও বদলাচ্ছে। তাই যুগোপযোগী আইন প্রয়োজন। প্রয়োজন আইনের গ্যাপ গুলো ফিল আপ করা। একইসাথে আদালতের রায়কে প্রচার করতে হবে। যাতে সবাই মানসিক ভাবে এই অপরাধ থেকে দূরে সরে যায়। "

ফউজুল আজিম, প্রধান আইন গবেষক (জেলা জজ), বাংলাদেশ ল কমিশন বলেন, "নির্মমতা বিবেচনা করে শাস্তির বিধান করা উচিত। আমাদের আইনে যা নেই তা আমরা হাইকোর্টের নির্দেশনা থেকে খুঁজে নিই। ধর্ষণের বিষয়ে আমরা কখনই সুষ্ঠ কোন গাইডলাইন খুঁজে পাই নি। আমরা অল্প কিছু উদাহরণ তৈরী করলেও অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায় বিচার নিশ্চিত হয় নি।"

হুমায়রা আজিজ, পরিচালক, নারী ও শিশু ক্ষমতায়ন প্রোগ্রাম, কেয়ার বাংলাদেশ বলেন, "নারী ও কিশোরীদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে বলে ক্ষতিপূরণের বিষয়ে খরচের কারণে অনেক পরিবারেরই আগানো সম্ভব হয় না। নির্যতন কারি ছাড়া পেয়ে যায়। গৃহ নির্যাতনের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ণয় করা কঠিন। আবার অন্যায় করলেও টাকা দিয়ে খালাস পেয়ে যাবার প্রবণতা তৈরী হচ্ছে কি না খেয়াল রাখতে হবে।"

পঞ্চম ও সমাপনী অধিবেশনে সম্মেলনে উত্থাপিত সামগ্রিক সুপারিশগুলো কে একত্রে উপস্থাপন করা হয়। বক্তারা বিভিন্ন পেশাদারী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেন।

হেয়িকি এলেফসিন, সিনিওর রেসিডেন্ট এডভাইজার, ইউএনডিজিএ বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্যতাপূর্ণ ধর্ষণ আইন সংশোধনী নিয়ে।

একই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাহতাবুল হাকিম, প্রোগ্রাম এনালিস্ট, জাতিসংঘ নারী। তিনি বলেন, "আইনী কাঠমোর মধ্য দিয়ে যেতে হলে একজন নারীকে ভীষণ হেনস্তার স্বীকার হতে হয়। চরিত্র নিয়ে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা ভুলে যাই যে একজন নারী চরিত্রহীন হলেও ধর্ষণের স্বীকার হতে পারেন। ধর্ষকরা আনন্দ উপভোগের জন্য ধর্ষণে লিপ্ত হচ্ছে। আইন দিয়ে আটকাতে না পারায় তারা অধীক উৎসাহ পেয়ে যায়। অল্প বয়সী অবিবাহিত মেয়েদের সাথে ঘটনাগুলো অধীক ঘটলেও সামাজিক নিরাপত্তার খাতিরে বেশির ভাগ ভুক্তভোগীই মামলা থেকে দূরে থাকে।"

নবনীতা চৌধুরী, এডিটর, ডিবিসি নিউজ এবং কুরাতুল আইন তাহমিনা মিতি, নিউজ এডভাইজার, প্রথম আলো আলোচনা করেন ধর্ষণ আইন সংশোধনীতে মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে। নবনীতা চৌধুরী বলেন, "ভিকটিমের নাম প্রচার না করলেও মিডিয়া তার পরিচয়ে সম্পূর্ণ ইঙ্গিত দিয়ে ফেলছে। ধর্ষণকে অপরাধ হিসেব তুলে ধরলেও এটি দর্শকের

মানসিকতায় সুষ্ঠ প্রভাব রাখতে পারছে না। দর্শক ধর্ষকের শাস্তি হিসেবে কঠোরতাও চাচ্ছে, অন্যদিকে তারা এমনও ভাবছে যে ধর্ষণের শিকার মেয়েটার বোধহয় জীবনে আর কিচ্ছু রইল না। বরং মিডিয়ায় সংবাদ উপস্থাপন আরও সতর্ক ও গোছানো হওয়া প্রয়োজন। মানুষের মানসিকতায় মিডিয়ার প্রভাব ও ভূমিকার গুরুত্ব তিনি এভাবে বিশ্লেষণ করেন।"
কুরাতুল আইন তাহমিনা মিতি বলেন, "আমরা আইন যতই বদল করি, দৃষ্টিভঙ্গি না বদলানো গেলে ভুক্তভোগী নারীর জীবন স্বাভাবিক করে তোলা সম্ভব নয়। কারো বিরুদ্ধে মামলা হয়ে আসামি ও তার পরিবারও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। মাডিয়ার এইদিকে লক্ষ রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সাংবাদিকতায় নৈতিকতা জরুরী। যাকে তিনি নামকরণ করেন জিহাদী সাংবাদিকতা হিসেবে।"

Sustainable Development Goals অর্জন করার জন্য ধর্ষণ আইনের সংশোধনী কতটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন অধ্যাপক ফিওনা দে লনদ্রাস, আইন বিভাগ, বারমিংহ্যাম ইউনিভার্সিটি।

ড. আবুল হোসাইন, প্রকল্প পরিচালক, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বক্তব্য রাখেন জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ ধর্ষণ আইন সংশোধনী সম্পর্কে কথা বলেন। বলেন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সাধনের কথা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাফরুল হোসাইন বলেন, "আইন নিয়ে অনেক সংশোধনী হলেও ঈৎচঈ তে এখনও অনেক অসামঞ্জস্যতা রয়ে গেছে। তিনি আজকের কনফারেন্সের গবেষণা পত্র থেকে বলেন যে আইনে ধর্ষণের সংজ্ঞায়নটাও ঠিকমত নেই। রাষ্ট্রের কাছে ধর্ষক দোষী, ধর্ষিতা নয়। তাই লজ্জা ভুক্তভুগীর নয় ধর্ষকের করা উচিৎ।"

এডভোকেট জেড আই খান, সিনিওর এডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট, বাংলাদেশ, বোর্ড অব ট্রাস্টি, ব্লাস্ট বলেন "ধর্ষনের পরে বিচারিক ধাপ হলো ডাক্তার ও পুলিশের রিপোর্ট। দুটোর মধ্যে আইনগত ত্রুটির কথা বলে তিনি তনু হত্যা উদাহরণ টানেন। বলেন ডাক্তারের রিপোর্ট ছাড়া ইনভেস্টিগেশন এর তথ্য প্রকাশ করা হয়। যা পেশাগত মূল্যবোধের বাইরে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও আইনের চোখে সবার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কথা করে বলেন যে ব্লাস্ট সবসময় ভুক্তভোগীর কাছে দায়বদ্ধ। "

সভাপতির বক্তব্যে আয়েশা খানম, সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বলেন "SDG তে নারীর অধিকার নিয়ে কথা থাকলেও এ ছাড়াও তার বাহিরে থেকেও নারীদের অধিকার নিয়ে চিন্তার বিষয় আছে। উল্লেখ করে বলেন ধর্ষণ নারীর মানবাধিকারের বিরুদ্ধে, নারীসত্ত্বার বিরুদ্ধে এবং নারীদেরকে পদনত করে রাখার একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এমনকি বিশ্ব যুদ্ধেও এটি লক্ষ করা গেছে। নারীদের অভ্যাস আচরণ ও অন্যান্য বিষয়গুলোকেও আইন প্রণয়নের সময় লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাতিত্বের মধ্যে ফেলা হয়। আন্তর্জাতিক আইনগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে দেশীয় আইনগুলোকে যুগোপযোগী করতে হবে। ধর্ষণের মূল বিষয়গুলোকে গবেষণার মাধ্যমে তুলে এনে আইন প্রনয়ণ, কাঠামো গঠন, বাস্তবায়ন, প্রচার ও প্রসার করতে হবে। বিচারবিভাগে বিভিন্নভাবে প্রভাব প্ররোচনা যেন না আসে। শুধু একটি মন্ত্রণালয় নয়, সকল মন্ত্রণালয় এর মধ্যে সামন্বয় সাধন ও উপনিবেশিক আইনগুলোকে বর্তমান সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে।" নারী অধিকার নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে যার যার অবস্থান থেকে নারীদের অধিকারগুলো নিয়ে কাজ করে যাবার আহবান জানিয়ে তিনি কনফারেন্স এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসী ও কমিউনিকেশনস)
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)